প্রথম আলো

6 OCT 2012

হাওরে শিক্ষার নামে প্রতারণার ফাঁদ

সাইফুল হক মোল্লা, কিশোরগঞ্জ ও
সুমন মোল্লা, ভৈরব ●

কিশোরগঞ্জের হাওরে হতদরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে খোলা ৩৫১টি শিক্ষাকেন্দ্র ছয় মাস ধরে বন্ধ। কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা 'রেস বাংলাদেশ' নামে বেসরকারি সংস্থাটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অভিযোগ উঠেছে, সংস্থার চেয়ারম্যান শিক্ষার নামে ফাঁদ পেতে জেলার হাওরবেষ্টিত চার উপজেলার দরিদ্র পরিবার, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অর্ধকোটি টাকা হাতিয়ে উধাও হয়ে গেছেন। প্রতারণার শিকার সংস্থাটির তিন সমন্বয়কারী প্রতিকার চেয়ে গত ১ জুলাই কিশোরগঞ্জ বিচারিক হাকিম আদালতে পৃথক মামলা করেছেন। মামলাগুলোতে সংস্থাটির চেয়ারম্যান জুবায়ের আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোনিয়া আক্তার (জুবায়েরের স্ত্রী), জেলা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, হিসাবরক্ষক সাহিদা আক্তার ও উপদেষ্টা আবদুস সালামকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, পিছিয়ে পড়া অর্থনীতি, সরকারি সুযোগ-সুবিধার অভাব ও বিচ্ছিন্ন যোগাযোগব্যবস্থার কারণে হাওরবেষ্টিত ইটনা, নিকলী, অষ্টগ্রাম ও মিঠামইন উপজেলার অধিকাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। একাধিক বেসরকারি সংস্থার হিসাবমতে, প্রতিকূলতার কারণে বর্ষায় প্রায় ৪০ হাজার শিশু বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। এমন পরিসংখ্যান মাথায় রেখে 'রেস বাংলাদেশ' কার্যক্রমটি হাতে নেয়। চলতি বছরের প্রথম দিন থেকে পাঠদান শুরু করে। কৌশল হিসেবে প্রথমে নিয়োগ দেওয়া উপজেলাভিত্তিক সমন্বয়কারী। ওই পদের জন্য বেতন নির্ধারণ করা হয় ১২ হাজার টাকা। পর্যায়ক্রমে নিয়োগ দেওয়া হয় উপজেলা শিক্ষা সুপারভাইজার ও সুপারভাইজার। তাঁরাই ওয়ার্ডভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করেন। শিক্ষক পদ পেতে ৩৫ জন শিক্ষার্থী সংগ্রহ করতে হবে এবং প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২৩০ টাকা আদায় করতে হবে—এই মর্মে শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়। কেন্দ্র খোলার জন্য বাড়িভাড়া নেওয়ার দায়িত্ব পড়ে শিক্ষকদের ওপরই।

তবে শিক্ষার্থীদের জন্য দেওয়া হয় লোভনীয় প্রস্তাব। এতে বলা হয়, ছাত্রত্ব গ্রহণ করলেই প্রত্যেকে প্রতি মাসে পাবে পাঁচ কেজি সয়াবিন তেল, ২০ কেজি চাল ও পাঁচ কেজি ডাল। ৩৫১টি কেন্দ্রের ১১ হাজার ২৮৫ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করা হয় প্রায় ২৬ লাখ টাকা। শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদ পেতে কয়েকজন ছাড়া অন্য সবার কাছ থেকে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়। শর্ত পূরণে সফল শিক্ষকের মাসিক বেতন ধরা হয় তিন হাজার ১০০ টাকা। প্রথম মাসে চক-ডাস্টার সরবরাহ করা হয়। তবে শিক্ষকেরা বেতন পাননি। তখন সংস্থাটিকে ঘিরে সন্দেহ ও অবিশ্বাস বাড়ে। এপ্রিলে এসে সংস্থাটির গোটা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে। হাওরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শিক্ষা নিয়ে প্রতারণার বিষয়টি জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের কাছে এখনো অজানা।

'জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা গোলাম মওলা প্রথম আলোকে বলেন, হাওরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর জন্য মন্ত্রণালয় থেকে কোনো ধরনের পত্র পাননি তিনি। প্রতারণার বিষয়টি জেলা প্রশাসক মো. ছিদ্দিকুর রহমানের কাছেও অজানা। *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানের তথ্য তুলে ধরা হলে তিনি বিস্মিত হন।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর অষ্টগ্রামের বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে কোনোটি খোলা পাওয়া যায়নি। ১ নম্বর ওয়ার্ড কেন্দ্রের শিক্ষক গুল নাহার বেগম বলেন, 'ডাল-চালের অফার দিয়ে কোন দিক দিয়ে যে গরিবের পকেট থেকে টাকা বের করে নিল বুঝতেই পারিনি।'

'রেস বাংলাদেশ'-এর চেয়ারম্যান জুবায়ের আহমেদ মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অর্থ পাওয়ার কথা ছিল, পাইনি। এই কারণে কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।' ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের প্রসঙ্গটি তুলতেই তিনি বলেন, 'মেধাবীদের উপবৃত্তি দেওয়ার জন্য নেওয়া হয়েছে। নিজে খাওয়ার জন্য নয়।' জুবায়ের আহমেদের এমন দাবি সংস্থাটির কেউ বিশ্বাস করেন না। ইটনা উপজেলার সমন্বয়কারী ও মামলার বাদী আলী হোসেন বলেন, 'শুধু ইটনার শিশুদের কাছ থেকে সাত লাখ ৮০ হাজার ৮৫০ টাকা আদায় করা হয়েছে। এই টাকা জুবায়েরের পেটে গেছে।'

কিশোরগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক নুরুল হুদা বলেন, ইটনার আলী হোসেনের দায়ের করা অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।